বাণী মেডিক্যাল স্টোর।
খুচরো ওষুধের
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।এখানে
বহু বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসক বসেন।
বাংলা, ইন্দপুর, বাঁকুড়া।
ফোন নম্বর ৯৪৭৪০১৪৫৯৫

জেলার অন্যতম প্রথম সারির সংবাদ পাক্ষিক

# বাঁকুড়া প্লাস

Govt. of India Regd. No : WBBEN/26/A3312

আশীর্বাদ সুইটস্।
মিষ্টান্ন জগতে বাঁকুড়া
জেলার এক ও অদ্বিতীয়
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
বাংলা, ইন্দপুর, বাঁকুড়া।
ফোন নম্বর: ৯৪৩৪২২৪৪৬৭

১ম বর্ষ ❑ ০১ সংখ্যা ❑ বাঁকুড়া প্লাস ❑ জেলার খবর ❑ ২০ মে,২০২৬ ❑ ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ❑ মূল্য - ০২ টাকা | Email -bankuraplus1990@gmail.com



## জেলার সেরা প্রত্যুষা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া:** ৪৮৭ অর্থাৎ ৯৭ দশমিক ৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রত্যুষা নন্দী।

আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা প্রত্যুষার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। সে জানায় ,প্রতিটি বিষয়ে একজন করে গৃহশিক্ষক থাকলেও এই সাফল্যের পিছনে মা-বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক শিক্ষক বাবার এই মেয়ের রাজনীতি নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই, আপাতত পড়াশোনাকেই নিজের ধ্যান জ্ঞান হিসেবে দেখছে সে। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই সে উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করার খবর জানতে পারে বলে জানায় প্রত্যুষা।

মাধ্যমিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজিয়েট স্কুলের মৈনাক মণ্ডল।তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৫

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া:** মৈনাক মণ্ডল এবার মাধ্যমিকে রাজ্যে যুগ্ম ভাবে তৃতীয়। বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজিয়েট স্কুলের মেধাবী এই ছাত্র ৭০০ র মধ্যে ৬৯৫ নম্বর পেয়েছে। মৈনাক জানায় ,লেখাপড়ায় বাঁধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। তবে যতটুকু পড়াশোনা করত তা করত মন দিয়েই। লেখাপড়া ছাড়াও নেশা রয়েছে ক্রিকেট খেলায়। প্রিয় খেলোয়াড় মহেন্দ্র সিং ধোনী। বড় হয়ে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে তার। তবে রাজনীতি নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই কোনওদিনই। নিজের এই সাফল্য পেশায় ব্যবসায়ী বাবা শিশির মণ্ডল ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অর্চনা মণ্ডলকেই দিতে চায় মৈনাক। তার এই সাফল্যে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষও।

## রাজ্যে পালাবদল! বাঁকুড়াতেও গেরুয়া ঝড়ে কুপোকাত তৃণমূল। জেলার ১২ বিধায়ক নবান্নে।

## রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বে ক্ষুদিরাম

রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হল রানিবাঁধের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুকে।

## দল ও পদ ছাড়লেন সুজাতা!

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া:** তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুজাতা মণ্ডল। বুধবার বাঁকুড়া জেলা শাসকের দফতরে এসে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন।পরে সুজাতা মণ্ডল বলেন, 'আজ থেকে আমি মুক্ত। তৃণমূলের সঙ্গত্যাগের পাশাপাশি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা ও রাজ্য সরকারের দেওয়া ৭ জন নিরাপত্তারক্ষীও ছেড়ে দিলাম। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত রাজ্যে পালা বদলের পর নয়, অভয়া কাণ্ডের সময়কাল থেকেই ভেবে এসেছেন। কিন্তু মূলত পারিবারিক কারণেই সেই সময় তিনি তা পারেননি বলে জানান।

## বিধায়কদের সাথে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের বৈঠক ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
- গীতা, কর্মযোগ,১৯ নং শ্লোক
"অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য ( নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।

# সম্পাদকীয়

রাঙা মাটির পথ, শালের জঙ্গল আর পোড়ামাটির অনন্য স্থাপত্যে ঘেরা আমাদের প্রিয় জেলা বাঁকুড়া। এই মাটি শুধু ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ একখণ্ড ভূখণ্ড নয়, এ হল হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর বীরত্বের এক জীবন্ত দলিল। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী সুর থেকে শুরু করে ডোকরা শিল্প, ভাদু-টুসুর গ্রামীণ ছন্দ থেকে শুরু করে শুশুনিয়া-বিহারীনাথের প্রাচীন ইতিহাস-বাঁকুড়ার প্রতিটি ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে এক অনন্য গৌরব। কিন্তু বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বায়নের যুগে মূলধারার গণমাধ্যমে অনেক সময়ই আমাদের এই চেনা বাঁকুড়ার নিজস্ব সুখ-দুঃখ, সম্ভাবনা ও সংস্কৃতির খবরগুলো আড়ালে আবডালে হারিয়ে যায়। ঠিক এই অভাববোধ থেকেই, বাঁকুড়ার মাটিকে ছুঁয়ে এবং এই মাটির মানুষের হৃদস্পন্দনকে ধারণ করে অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের সাথে আত্মপ্রকাশ করল পাক্ষিক পত্রিকা 'বাঁকুড়া প্লাস'। এটি কেবল এক টুকরো খবরের কাগজ নয়; এটি বাঁকুড়াবাসীর মনের কথা বলার এবং ঘরের কথা জানার এক নতুন মুক্ত বাতায়ন।

আমাদের মূল অঙ্গীকার হল বাঁকুড়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা অবহেলিত ও অপ্রকাশিত সত্যকে আলোয় নিয়ে আসা। জেলার সদর শহর থেকে শুরু করে দূরবর্তী জঙ্গলমহল কিংবা প্রত্যন্ত সীমান্ত গ্রাম- কোনো অঞ্চলই 'বাঁকুড়া প্লাস'-এর নজর থেকে বাদ যাবে না। আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ জেলার রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকসংস্কৃতি, খেলাধুলো এবং ইতিহাসের প্রতিটি বাঁক নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে আপনাদের দরবারে উপস্থাপন করতে। জেলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং সামাজিক উত্থান-পতনের সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরে সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করবে এই পত্রিকা। কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব বা অন্ধ স্তাবকতা নয়, বরং সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমজনতার কণ্ঠস্বর হওয়াই আমাদের পরম ধর্ম।

'বাঁকুড়া প্লাস' কেবল একটি সংবাদবাহক হতে চায় না, বরং জেলার সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একনিষ্ঠ অংশীদার হতে চায়। জেলার কৃষিকাজ, কুটির শিল্প, পর্যটন খাতের বিপুল সম্ভাবনা এবং নানাবিধ নাগরিক সমস্যাগুলোর ওপর নিয়মিত অনুসন্ধানী ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষার প্রসার এবং সার্বিক প্রগতি নিশ্চিত করাই হবে এই পত্রিকার মূল চালিকাশক্তি ও পরম প্রাপ্তি।

আপনাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে সংবাদের তাজা ছোঁয়া দিতে এবং চিন্তার নতুন খোরাক জোগাতে 'বাঁকুড়া প্লাস' প্রকাশিত হচ্ছে একটি পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে, অর্থাৎ প্রতি মাসের ৪ এবং ২০ তারিখে এটি নিয়মিত পৌঁছে যাবে আপনাদের হাতে। একটি পত্রিকার প্রকৃত প্রাণশক্তি ও প্রেরণা তার পাঠককুল। আপনাদের আন্তরিক ভালবাসা, মূল্যবান মতামত, গঠনমূলক সমালোচনা এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই নতুন পথচলা কখনই পূর্ণতা পাবে না। তাই প্রথম সংখ্যার এই ঐতিহাসিক ও শুভলগ্নে আমরা জেলার সমস্ত স্তরের মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় পাঠকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের প্রিয় বাঁকুড়ার গৌরবময় কাহিনী বিশ্বদরবারে তুলে ধরি এবং এক নতুন ভোরের সূচনা করি।

# বালি আটক

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**তালডাংরা**

বেআইনি বালি বোঝাই ট্রাক্টর -সহ চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল তালডাংরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। ঘটনাটি মঙ্গলবার বিকেলে তালডাংরা থানার বারমেস্যা গ্রামে। তালডাংরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বারমেস্যা গ্রামের বাসিন্দারা বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর আটক করে দফতরে খবর দেয়। পুলিশ ও ভূমি দফতরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে যায়। বালিবোঝাই ওই ট্রাক্টরের কোনও বৈধ কাগজ না থাকায় ট্রাক্টর -সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় জয়পন্ডা নদী থেকে ওই বালি তোলা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তালডাংরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক তারকনাথ সুবুদ্ধি বলেন, ধারাবাহিক অভিযান চলে। বেআইনিভাবে বালি পাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ হবে। বালি পাচারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে।

# আবাস প্রকল্পের কাটমানি নেওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল, অভিযুক্ত তৃণমূল প্রধান

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**ইন্দপুর**

পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে আবাস প্রকল্পের নামে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগ উঠল। বিজেপির 'তালডাংরা মণ্ডল' নামের সমাজমাধ্যমের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ওই নেতা কুতুবউদ্দিন খানের টাকা নেওয়ার ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিয়োয় (বাঁকুড়া প্লাস সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় নথির পাশাপাশি দশ হাজার টাকা নিচ্ছেন ইন্দপুরের গৌরবাজার পঞ্চায়েতের প্রধান কুতুবুদ্দিন খান।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, প্রধানের বাড়িতে গিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা তাঁর কাছে বসে আছেন, টাকা দেওয়ার আগে তাঁদের তরফে নথিপত্রের কথা ভেসে আসছে। এক ব্যক্তিকে তাঁর ঘরের সমস্যার কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। তার জবাবে কুতুবুদ্দিনও বলছেন, 'ঠিক আছে'। গৌরবাজার পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে নানা সময়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। তবে এ বার এই ভিডিয়ো ঘিরে অভিযোগে শাণ দিচ্ছে বর্তমান শাসক দল বিজেপি। তালডাংরার বিজেপি বিধায়ক সৌভিক পাত্রেরও অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি চুরি, দুর্নীতি করে, 'কাটমানি' নিয়ে প্রচুর সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। রাজপ্রসাদের আদলে বাড়ি বানিয়েছেন। গরিব মানুষের আবাসের টাকা নিতেও ছাড়েনি।

কুতুবউদ্দিনকে ফোনে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তাঁর ছেলে ইন্দপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রেজাউল খানের দাবি, "সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ।খেজুর গুড়ের মহল তৈরির জন্য ওই ব্যক্তি টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকাই শোধ দিচ্ছিলেন।"

# বিকল ওয়াটার এটিএম, সারানোর দাবি

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**তালডাংরা**

খুচরো টাকার বিনিময়ে মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে তালডাংরা বাজারে বসানো হয়েছিল জলের এটিএম। বেশ কয়েক মাস ধরে সেটি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ভরা গ্রীষ্মেও এটিএম-টি ঠিক না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে তালডাংরা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ছ'লক্ষ টাকা ব্যয়ে তালডাংরা বাজারে একটি জলের এটিএম বসানো হয়। কয়েক মাস আগে যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে এটিএম-টি থেকে জল মিলছে না। এই গরমেও ঠিক হল না। মনোজ নাগ নামে এক বাসিন্দা বলেন, কী সমস্যা হয়েছে জানি না। দ্রুত সারানো হলে ভাল হয়। তালডাংরা বাজারে রয়েছে ব্লক অফিস, থানা, হাসপাতাল, হাই স্কুল, বাসস্টপ। বহু মানুষের বসবাস, তাছাড়াও নিত্যদিন বহু মানুষের যাতায়াত রয়েছে এই এলাকায়। এটিএম-টি বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের কাছে বাসস্টপের পাশেই। স্থানীয় দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, পথচারী, গাড়ি চালকেরাও সেখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন।

এটিএম মেরামতি নিয়ে তালডাংরার বিডিও চিন্ময় মান্ডি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

# সিপিএমে যোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**রাইপুর**

রাজ্য জুড়ে বিপর্যয়ের মাঝেই বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে ঘর ভাঙ্গল তৃণমূলের। রাইপুরের কুলডিহা গ্রামের শতাধিক মানুষ তাদের দলে যোগ দিয়েছেন বলে সিপিএম সূত্রে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূল ছেড়ে আসা গ্রামবাসীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সিপিএম বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পার্থপ্রতিম মজুমদার।

সিপিএমের তরফে জানানো হয়েছে, রাইপুরের কুলডিহা গ্রাম বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। লাল পতাকাই গরীব মানুষের ভরসা, সকলেই তা উপলব্ধি করতে পারছেন। আর সেকারণেই তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করে সকলেই তাঁদের দলে যোগ দিচ্ছেন বলেও সিপিএম সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও দাবি মানেনি তৃণমূল।

বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার অ্যাসোসিয়েশন'-এর বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে রানিবাঁধের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুকে সম্বর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি, বিধায়কের হাতে 'টিজিটি' স্কেলের দাবিপত্র তুলে দেয় ওই শিক্ষক সংগঠন ।শনিবার খাতড়া গুরুসদয় মঞ্চে।

## মাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় বাঁকুড়ার ১৪

**তৃতীয় (৬৯৫):** মৈনাক মণ্ডল (বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুল)
**চতুর্থ (৬৯৪):** রোম কর্মকার (বাঁকুড়া জেলা স্কুল)
**ষষ্ঠ (৬৯৬):** অগ্নিক মাল (বিষ্ণুপুর হাই স্কুল), সপ্তাশ্ব চট্টোপাধ্যায় (অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয়)
**অষ্টম (৬৯০):** শুভ্রনীল সীট (বিষ্ণুপুর হাই স্কুল), অপ্রতিম মণ্ডল (বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল)
**নবম (৬৮৯):** সায়ন কুম্ভকার (বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল), মৈনাক নাগ (বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল) ইন্দ্রনীল মণ্ডল (বাঁকুড়া জেলা স্কুল)
**দশম (৬৮৮):** মৌনালি মণ্ডল (শান্তময়ী গার্লস হাই স্কুল), অর্কদীপ শীল (বিষ্ণুপুর হাই স্কুল), কৃষ্ণা নন্দী (বাঁকাদহ হাই স্কুল), সৌম্যজিৎ কুন্ডু (বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল), অভিষেক মণ্ডল (বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাই স্কুল)।

# হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**ওন্দা**

অবৈধ নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে এবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে- বললেন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। ওন্দা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মন্তব্যের পাশাপাশি বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস ভুলে এরাজ্যের বিজেপি সরকার জনহিতকর কাজে মনোনিবেশ করবে বলেও তিনি দাবি করেন।

রবিবার ,বিধায়ক অমরনাথ শাখা ওন্দা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন রোগী, তাঁদের আত্মীয়দের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেন। সকলের সুবিধা অসুবিধারও খোঁজ নেন।

# নিয়ম না মানায় কড়া ধমক

**নিজস্ব সংবাদদাতা**
**ইন্দপুর**

নির্দিষ্ট জায়গায় না বসা, বাজার চত্বর অপরিষ্কার করার অভিযোগে ফের ধমক খেলেন বাংলা বাজারের কয়েকজন মাছ ও আনাজ বিক্রেতা। শুক্রবার সকালে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা বাজার পরিদর্শনে গিয়ে সঠিক জায়গায় বসতে কড়া নির্দেশ দেন ওই বিক্রেতাদের। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দে বাংলা আনাজ বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। তৈরি হয়েছে বিক্রেতাদের বসার প্লাটফর্ম,ছাউনি, বাজার চত্বর পাকা করা -সহ নর্দমা তৈরি, জলের ব্যবস্থা ।মাছ ও আনাজ নিয়ে বসার নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ওঠে । অভিযোগ ছিল,অনেকেই প্লাটফর্ম ছেড়ে বাজার চত্বরের মাঝে ও কেউ কেউ বাজারের ঢোকার পথে বসতে শুরু করেছেন। যার যেরে বাজার নোংরা হচ্ছিল, পাশাপাশি ক্রেতাদের যাতায়াতেও সমস্যা হচ্ছিল । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,মাস পাঁচেক আগেও প্রশাসনের তরফে বাজার অভিযানে গিয়ে বিক্রেতাদের ধমক দিয়েছিলেন। কিছু দিন ঠিক থাকার পর আরও আগের পরিস্থিতির অভিযোগ ওঠে।অভিযোগ পেয়েই, এদিন সকালে পুলিশকে সাথে নিয়ে বিডিও -সহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা নিয়ম না মানা বিক্রেতারা ধকমের পাশাপাশি কড়া বার্তা দেন। স্থানীয়দের মধ্যে রাজেশ মণ্ডল বলেন , কয়েকজন নির্দিষ্ট

জায়গায় না বসায় সমস্যা হচ্ছিল। তবে প্রশাসন পদক্ষেপ করেছে। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা সেইসব বিক্রেতাদের কড়া নির্দেশ দেন সঠিক জায়গায় বসতে। ইন্দপুরের বিডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলেন, নির্দিষ্ট জায়গায় মাছ ও আনাজ বিক্রেতাদের বসতে বলা হয়েছে। এরপর নিয়ম না মানলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। ইন্দপুর পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের পার্থ সাহানা বলেন, যেখানে সেখানে যে বিক্রেতারা বসেছিলেন, তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় সরানো হয়েছে। বাজার চত্বরে যেখানে সেখানে বসলে বাজার চত্বর নোংরা হয়। সাফসুতরো করতেও সমস্যা হয়।

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্প্রতি বাঁকুড়া থেকে প্রকাশ পেল বাঁকুড়ার ইন্দপুরের শালডিহা কলেজের বাংলার শিক্ষক বিধান মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'জীবন নদীর উর্মিমালা। ষাটটি কবিতার অনন্য এই সংকলনটিতে কবির ব্যক্তিগত সংগ্রাম, দারিদ্র্য, সাফল্য ও আধ্যাত্মিকতার শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটেছে। ছন্দোবদ্ধ ও গদ্য-উভয় রীতির কবিতায় জীবনের সুখ-দুঃখের ঢেউ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। নিছক কবিতা নয়, বরং এটি জীবনের গভীর দর্শন ও অনুভূতির গান। যাতনা ও মননশীলতার মিশেলে তৈরি এই গ্রন্থটি পাঠককে জীবনের বাস্তবতায় সিক্ত করবে বলে মনে করেন কবি। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'পুরুষোত্তম', 'অনুভব', 'বাইশ' 'বছর পর', 'অব্যক্ত', 'আদর্শ' ইত্যাদি। প্রচ্ছদে কমলেশ নন্দ। প্রকাশক, মেদিনীপুরের 'কবিতিকা'।

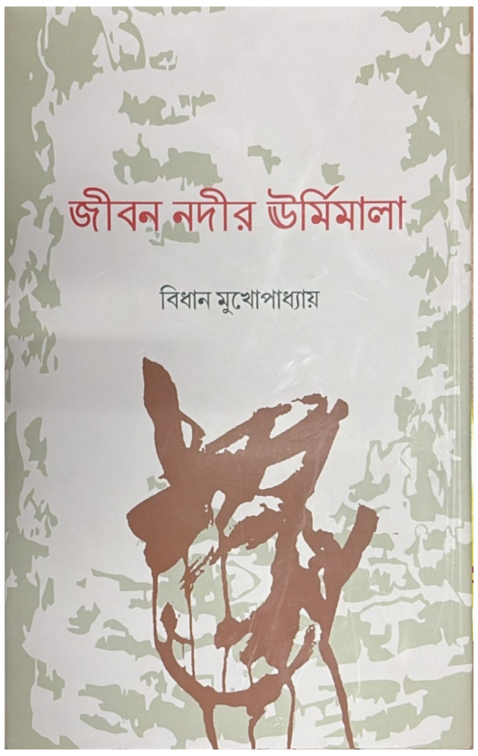


# রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপনে

বর্ণময় অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও গোষ্ঠীগুলি। ২৫ বৈশাখ সকালে ইন্দপুর গোয়েঙ্কা হাই স্কুলে স্থানীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'অয়ন সাংস্কৃতিক মঞ্চ'। যোগ দিয়েছিল এলাকার বহু পড়ুয়া।

বিকেলে 'গোধূলিরেখা', 'প্রাচেতস' ও 'তরঙ্গ' পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠান হয়। ছাতনার শুশুনিয়াতে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'জাগৃতি'-র উদ্যোগে শতাধিক কচিকাঁচাদের নিয়ে আঁকা প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। দিনটি উদ্যাপন করে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘও। সঙ্ঘের কার্যালয়ে শিশু কিশোর ও বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্য ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান জমে ওঠে। শিশুদের উপযোগী বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক অমিতাভ চট্টরাজ। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় ইন্দপুর বাংলার 'অয়ন সাংস্কৃতিক মঞ্চ'-এর উদ্যোগে ইন্দপুর সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীদের উপস্থাপনায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় ইন্দপুর গোয়েঙ্কা হাই স্কুলে। বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

Printed, Published and Owned by Suvendu Tantubay from Hirasole,Indpur,Bankura (W.B) - 722136 and Printed at Ganachetana Press 498/4/1,Sikharia Para, Natubabur Lane, Bankura (W.B)722101.EDITOR- SUVENDU TANTUBAY Mobile 9635772972